প্রথম আলো

তারিখ 0 8 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০৬ কলাম ০৭

ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ

দুই মাস পর খুললেও ক্লাসে ফেরেননি শিক্ষার্থীরা

ময়মনসিংহ অফিস ●

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুই মাসের বেশি সময় পর ৫ জানুয়ারি খুলে দেওয়া হয় ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ। খুলে দেওয়ার পর শিক্ষার্থীরা ক্লাসে না ফিরে আবারও একই দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল বুধবার সকাল থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত তাঁরা প্রশাসনিক ভবনের ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ মনোয়ারা বেগম ও ছাত্রী নিবাসের হাউস কিপার নাজমুন নাহারের বিরুদ্ধে ছাত্রী নিবাসের আসন বরাদ্দে স্বজনপ্রীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগে গত বছরের অক্টোবরের শেষের দিকে ক্লাস বর্জন করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন। তাঁদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে গত বছরের ২৭ অক্টোবর অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ওই দিনই ছাত্রীদের ছাত্রীনিবাস ছেড়ে যাওয়ার কথা বলা হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা না যাওয়ায় সন্ধ্যায় পুলিশ তাঁদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। পরদিন তাঁরা ছাত্রীনিবাস ছেড়ে যান। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ঘটনায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলমকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উসকানি দেওয়ার অভিযোগে আট শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে এবং তাঁদের বরিশাল নার্সিং কলেজে বদলি করা হয়।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ৫ জানুয়ারি কলেজ খুলে দেওয়ার পর থেকে তাঁরা ক্লাসে ফিরে যাননি। এক বছরের জন্য বহিষ্কার হওয়া এবং বরিশাল নার্সিং কলেজে বদলি করা আট শিক্ষার্থীকে ফিরিয়ে আনা এবং অধ্যক্ষ ও ছাত্রীনিবাসের হাউস কিপারের অপসারণ দাবিতে গতকাল বুধবার সকাল থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত তাঁরা প্রশাসনিক ভবনের ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় অধ্যক্ষ নিজের কক্ষে যেতে না পেরে ফিরে যান। শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের দাবি আদায় না হওয়ায় পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রেখে প্রতিদিন প্রশাসনিক ভবন ও প্রশাসনিক কর্যক্রম বন্ধ রাখা হবে।

অধ্যক্ষ মনোয়ারা বেগম বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর তদন্ত কমিটি আট শিক্ষার্থীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ তাঁদের (শিক্ষার্থী) মনগড়া।'